OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 575 - 585
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রূপকের অন্তরালে তৎকালীন ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্র : মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’

ড. মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপক
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা
Email ID : mousumipal1971@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Mythology, British imperialism, Tyranny, Social reform, Political struggle, Civil disobedience movement, Rule, Exploitation, Allegorical play,

Abstract
Playwright Manmatha Roy wrote the play 'Karagar' based on the story of the Srimadbhagavatam. After taking away the scepter and crown from the hands of the Yadavas' king, Surasena, the chieftain Ugrasena became the king of Mathura. From then on, the oppression of Ugrasena's son Kangsa and his followers began on the conquered Yadava's. When Kangsa himself ascended the throne of Mathura after imprisoning his father Ugrasena, the level of oppression by him and his followers increased. At the fervent prayers of the humiliated Yadava's, the savior, Lord Krishna, was born in the prison of the miscreants. He was born to destroy the Arati, to establish religion in a world flooded with irreligiousness, to destroy the demon Kangsa and establish peace on earth.

When the play ‘Karagar’ was written, Mahatma Gandhi had broken the salt law and spread the freedom movement across the country to gain complete freedom. Starting from Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, many leaders of the country, were imprisoned. Sometime before that, there was a social reform movement in North Bengal. Therefore, the playwright Manmatha Roy, who was aware of life and the world, did not directly attack the British power, but wrote the play ‘Karagar’ by combining the mythological story of the slaughter of Kangsa with the idea of saving kidnapped women and other welfare ideals.

Karagar’ is a metaphorical play. In this play, the playwright talks about national social reform and political struggle under the guise of mythological words. In the play, the tyrant Bhojpati Kangsa represents the imperialist tyrannical British royal power. The Yadavas defeated by the Bhojapati Ugrasena and his son Kangsa are actually the Indians defeated by the british. The servants of the British government, who are devotees and supporters of British imperialism, appear in the play as the slave Yadavs, such as Vidurath, who are greedy for the feet of the conquering lord. In the play, the tyranny of the Bhojaraja Kangsa is actually the tyranny of the Indian subjects by the imperialist British rulers. Their rule is nothing but exploitation in the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

name of rule. Through the abduction of some inhuman Yadav youths, such as the Yadav young woman Chandana, by the inhuman followers of Kangsa, the playwright wants to present a sad picture of the abduction and rape of Indian women by some drunken English servants or miscreants before the audience.

The reason for the playwright Manmath Roy to adopt this metaphorical disguise in the play 'Karagar' is to avoid royal anger. In subjugated India, speaking against the powerful royal power is tantamount to treason. The patriotic playwright knows this very well. A mythological environment has been created in the play 'Karagar'. The playwright talks about national social reform and political struggle under the guise of mythological words. Kangsa's prison is a symbol of the British's crushing machine, the prison in India. The playwright has used the form of Kangsa's prison to highlight the real problems of India at that time.

Discussion

নাট্যকার মন্মথ রায় শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীকে অবলম্বন করে 'কারাগার' নাটক রচনা করেন। যাদবদের রাজা শূরসেনের হাত থেকে রাজদণ্ড ও রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে ভোজপতি উগ্রসেন হলেন মথুরার রাজা। সেই থেকে বিজিত যাদবদের উপর আরম্ভ হল উগ্রসেনের পুত্র কংস ও তার অনুচরদের অত্যাচার। পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে যখন কংস নিজে মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তার এবং তার অনুচরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। লাঞ্ছিত যাদবগণের আকুল প্রার্থনায় পরিত্রাতা ভগবান দুর্বৃত্তের কারাগারে জন্ম নিলেন। জন্ম নিলেন অরাতি নিধনের জন্য, অধর্মপ্লাবিত পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপনের জন্য, দানব কংসকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য। এটিই 'কারাগার' নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

'কারাগার' নাটকে নাট্যকার পৌরাণিক কথার আবরণে জাতীয় সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাই বলেছেন। সেটাই নাটকের রূপক অর্থ। নাটকে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে অত্যাচারী ভোজপতি কংস। ভোজপতি উগ্রসেন ও তার পুত্র কংসের কাছে পরাজিত যাদবগণ আসলে ইংরেজের কাছে পরাজিত ভারতবাসীগণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত ও সমর্থক দাসভাবাপন্ন ইংরেজ সরকারের কর্মচারীরা নাটকে বিজেতা প্রভুর পদলোভী বিদূরথ প্রভৃতি ক্রীতদাস যাদব হয়ে দেখা দিয়েছে। নাটকে ভোজরাজ কংসের অত্যাচার আসলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ভারতীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার। তাদের শাসন শাসনের নামে শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচক বলেছেন –

> "মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটিতে পৌরাণিক বাতাবরণে ইংরেজ শাসকের দমন পীড়ণের ছবি আঁকা হয়েছে।"[১]

কংসের অনুচর অমানুষ কয়েকজন যাদব তরুণদের যাদব তরুণী চন্দনা প্রভৃতি নারীনিগ্রহের মাধ্যমে নাট্যকার কয়েকজন মদ্যপ ইংরেজ কর্মচারী বা দুর্বৃত্তের দ্বারা ভারতীয় নারীহরণ ও ধর্ষণের গ্লানিকর চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন দর্শকদের সামনে।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক যখন রচিত হয়, তখন মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সারাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী ও জহরলাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে দেশের ছোট বড় বহু নেতা কারাগারে বন্দী। তার কিছু আগে উত্তরবঙ্গে সমাজসংস্কার আন্দোলন হয়েছে। কাজেই জীবন ও জগত সচেতন নাট্যকার মন্মথ রায় সরাসরি ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ না করে পৌরাণিক কংস বধ কাহিনীর সঙ্গে অপহৃত নারীউদ্ধার প্রভৃতি জনকল্যাণকর আদর্শ মিলিয়ে 'কারাগার' নাটক লিখেছেন।

'কারাগার' নাটকে কংসের শালগ্রাম পূজা নিষেধ করা, নিজের পূজা প্রবর্তনের মাধ্যমে সাকার মূর্তিপূজা বিরোধী রাজশক্তি প্রশ্রয়পুষ্ট কয়েকজন খৃষ্টভক্ত পাদ্রীর দ্বারা হিন্দুদের সাকার পূজার নিন্দা, বিরুদ্ধাচরণ, দেবমূর্তিভঙ্গ, খ্রীস্টপূজা প্রবর্তন, ভারতীয়দের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ এবং দেবভক্তির স্থানে ব্যাপক মদ্যপানাসক্তি শেখানোর চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উঠেছে। ইংরেজ শাসকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে নিক্ষেপ করার চিত্রকে নাট্যকার মন্মথ রায় পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে অর্থাৎ কংসের বিরোধী দেবকী, বসুদেব, কঙ্কা, কঙ্কণ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী যাদব পুরুষ রমণীদের কারাগারে নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নাটকে।

পরাজিত যাদবদের অস্ত্রধারণে অনধিকারের মাধ্যমে ইংরেজ আমলে সব ভারতবাসীদের সৈন্যদলে ভর্তি না করার চিত্রটি ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের চিত্রটি নাটকে যাদবদের অস্ত্র ত্যাগ করে কংসের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর কংসের কারাগার মূলত ভারতে ইংরেজদের কারাগার ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচক লিখেছেন -

> "অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করে নাট্যকার মন্মথ রায়কে তাদের জন্য একটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করে। তখন দেশ জুড়ে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। সমকালীন দেশ কালের এই উন্মাদনাময় ঘটনার প্রভাব পড়েছিল মন্মথের উপর। 'কারাগার' নাটকের পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে নাট্যকার তাই তুলে ধরেছেন সমকালের ছবি।"[২]

'কারাগার' নাটকে নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই রূপকের ছদ্মবেশ নেওয়ার কারণ রাজরোষ এড়িয়ে চলা। পরাধীন ভারতে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা রাজদ্রোহিতার নামান্তর। স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার তা ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য শক্তিসঞ্চারে সচেষ্ট ছিলেন। 'কারাগার' নাটকে এক পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। পৌরাণিক কথার আবরণে জাতীয় সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাই বলেছেন নাট্যকার। কংসের কারাগার ভারতে ব্রিটিশদের পেষণযন্ত্র কারাগারের প্রতীক। তাই কংসের কারাগারের রূপকে নাট্যকার তৎকালীন ভারতবর্ষের বাস্তব সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন।

'কারাগার' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা লবণ আইনভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলন এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত উত্তরবঙ্গে সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ। ভারতের স্বাধীনতা লাভ জাতির লক্ষ্য। এজন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ১২ই মার্চ ১৯৩০ সালে সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে যাত্রা করে ২৪ দিনে ৩৮৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পশ্চিমে সমুদ্রতীরে ডান্ডি নামক স্থানে পৌঁছে লবণ আইন ভেঙ্গে সত্যাগ্রহ করেন। ১৯৩০ সালের ৫ই মে তিনি বন্দি হন। প্রতিবাদে সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছোট বড় বহু নেতা মহাত্মাজীর সঙ্গে জেলে যান। এই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে তার সঙ্গে সমাজ সংস্কারের আদর্শ মিশিয়ে নাট্যকার ১২ই আগস্ট থেকে ২৫শে আগস্ট ১৯৩০ মাত্র ১৪ দিনে 'কারাগার' নাটক রচনা করেন।

নাট্যকার সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আক্রমণ না করে পৌরাণিক কৃষ্ণের জন্ম ও অত্যাচারী কংসবধ কাহিনী রূপকে সেই অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেহেতু রূপকের দুটি রূপই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'কারাগার' নাটকে দুটি কাহিনী সমান মর্যাদা লাভ করেছে। একদিকে আছে কংসের অত্যাচার, যাদবদের অত্যাচারিত হওয়া এবং এর প্রতিবিধানের জন্য কংসের জন্ম। যিনি দুষ্টের দমন সৃষ্টির পালনের জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। এটি রূপকের স্পষ্টার্থ। এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে আরেকটি কাহিনী যা অত্যন্ত বাস্তব। এটি পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। এর মধ্যে আছে ব্রিটিশদের অত্যাচার, ভারতবাসীদের অত্যাচারিত হওয়া এবং এর সমাধানের জন্য মহাত্মাজী প্রভৃতি নেতার আবির্ভাব। যারা পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। রূপকে যেহেতু রহস্যের সমাধান সম্ভব, তাই 'কারাগার' এ সেটি হয়েছিল। মন্মথ রায় সরাসরি ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ না করলেও কারাগারের অভিপ্রায় তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই ইংরেজ সরকার দ্বারা সেটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সে হিসেবে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানমূলক নাটকের পাশাপাশি এটিকে রূপক নাটকেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রথাসিদ্ধ পথে জনমানসে ধর্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের নাম পৌরাণিক নাটক। এরূপ নাটকে দ্বন্দ্ব, জটিল মনস্তত্ত্ব ও বাস্তব জীবন সমস্যার চিত্রণের চেয়ে সুনীতি, দুর্নীতি, পাপ, পুণ্যফল ও ঐশ্বর্য

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহিমার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বর্ণনা করে দর্শকচিত্তে ভক্তিভাব উদ্রেক করাই নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য। বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় এই জাতীয় নাটকে তেমন থাকে না। এদিক থেকে বিচার করলে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটককে প্রকৃত পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। বরং পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানমূলক নাটক বলাই শ্রেয়।

'কারাগার' নাটকে একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। এই কাহিনীতে আছে কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। দানব দ্রমিলের ঔরসে মানবী মাতার গর্ভে তার জন্ম হয়। কংস পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন। শেষে তাকে কারারুদ্ধ করেন। কংস তার প্রিয়তমা বোনের বিয়ের পর তার স্বামী বসুদেবসহ যখন রথে করে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই দৈববাণী হল –

"ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন!"[৩]

দৈববাণী শুনে কংস তার বোনকে খড়গাঘাতে হত্যা করতে উদ্যত হলে বসুদেব তার উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জন্ম হওয়া মাত্র দেবকীর সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তাতে কংস শান্ত হন। নাটকে আছে বসুদেব কংসের নিকট এই অঙ্গীকার গোপনে করেন। এই সম্পর্কে দেবকী কিছু জানতেন না।

কংস দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে। বসুদেব জন্মমাত্র শিশুকে কংসের হাতে তুলে দেন। কংস তাকে বধ করে। কারাগারে কীর্তিমানসহ সাতটি শিশুকে হত্যা করে কংস এবং গুপ্তচর দ্বারা রাজ্যের সব শিশুকেও বধ করে সে। বসুদেব অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে ব্রজে নন্দালয়ে রেখে যশোদার কন্যাকে নিয়ে এসে কংসকে বধ করতে দিয়েছে। কংস তাকে বধ করার জন্য মাটিতে ছুঁড়ে মারতেই তিনি অষ্টভূজা হয়ে আকাশে উঠে ভবিষ্যৎবাণী করেন–

"তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"[৪]

গীতা থেকে ভগবানের আবির্ভাবসূচক শ্লোক উদ্ধৃতও করেছেন নাটকে নাট্যকার মন্মথ রায় -

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"[৫]

কৃষ্ণের জন্মবর্ণনায়ও নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি। ঝড়, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রনাদ হচ্ছে। এর মধ্যেই কৃষ্ণের জন্ম। বসুদেব সদ্যোজাত শিশু কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে চলেছেন নন্দালয়ে। বাসুকি নাগ ফণা বিস্তার করে ছত্র ধরেছে কৃষ্ণের উপর। এভাবে 'কারাগার' নাটকে পৌরাণিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে নাট্যকারের মূল লক্ষ্য নষ্ট হয়নি। পৌরাণিক কথার আবরণে জাতীয় সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাই তিনি বলেছেন। নাট্যকার এখানে ভাগবতাদি বৈষ্ণব পুরাণ থেকে বিভিন্ন চরিত্রগুলি নিয়েছেন। যেমন– কংস, উগ্রসেন, দেবকী, বসুদেব, যোগমায়া, ধরিত্রী, বিদূরথ, অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত, কীর্তিমান ও দ্রমিল।

এই নাটক যখন রচিত হয় পরাধীন ভারতবর্ষে তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। আইন অমান্য করে দেশের কোটি কোটি লোক বিদেশী রাজের কারাবরণ করছে। কারাগারে স্থান সংকলনের অভাব দেখা দিল। বিদেশি রাজের কারাগার স্বদেশী প্রেমিকদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো। পরাধীন জাতির পুঞ্জীভূত বেদনা এবং ক্ষোভে জন্ম লাভ করল নতুন শক্তি। আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠল। তৎকালীন এই অবস্থার বাস্তব রূপায়ণ 'কারাগার' নাটকে ঘটেছিল বলে এই নাটকটি জাতির মর্ম স্পর্শ করেছিল। 'কারাগার'এর জনপ্রিয়তায় বিদেশি শক্তির ভিত তলে গিয়েছিল। সেজন্য রাজরোষে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। কারাগার নাটকটির নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল –

> "কারাগার একখানি পৌরাণিক নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের কারাগারের সঙ্গে এই কলিযুগের 'কারাগারে'র সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠেছেন উঠিয়াছেন?"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাট্যকার সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারের রূপ তুলে ধরার জন্য অত্যাচারী ভোজপতি কংসের রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। ইংরেজের কাছে পরাজিত ভারতবর্ষের চিত্র উপস্থাপিত করার জন্য নাট্যকার ভোজপতি উগ্রসেন ও তার পুত্র কংসের কাছে পরাজিত যাদবগণের চিত্র এঁকেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত ও সমর্থক দাসভাবাপন্ন ইংরেজ সরকারের কর্মচারীদের শ্লেষ ও বিদ্রূপ জানাতে তিনি বিজেতা প্রভুর পদলোভী বিদূরথ প্রভৃতি ক্রীতদাস যাদবদের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ভোজরাজ কংসের অত্যাচারের মাধ্যমে নাট্যকার পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ভারতীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার ও শাসনের নামে শোষণের চিত্র এঁকেছেন।

চন্দনা, কঙ্কা, অঞ্জনা প্রভৃতি নারীচরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী রমণীদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। সেজন্য কংসের প্রাসাদে বন্দী থেকেও চন্দনা শুদ্ধশীলা ও স্বাধীন। কোনো কিছুকে সে তোয়াক্কা করে না, ভয় করে না। সে বন্দী থেকেও কারোর অধীন নয়। কংসের দাস সেনাপতি বিদূরথের পত্নী অঞ্জনাও স্বাধীনতাকামী। শিশুপুত্র রঞ্জনের মৃত্যুর বেদনাকে এই নারী নীরবে সহ্য করেছে। নিজ পুত্রের মৃতদেহ কোলে করে সে প্রাণত্যাগ করেছে। তবু স্বাধীনতার বিনিময়ে সে দাসত্ববরণ করেনি। স্বাধীনতা তার কাছে প্রাণের চেয়েও বড়।

নাটকের স্বাধীনতাকামী আরেকটি নারীচরিত্র কঙ্কা বুঝতে পেরেছে যে পরাধীনতার ফলেই যাদব বিদূরথ মনুষ্যত্ব হারিয়ে কংসদাস হয়েছে। কঙ্কার ভাবী স্বামী বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই নারী তার দাম্পত্য সুখ বিসর্জন দিয়েছে। ঘাতকরা তাকে কারাগারে জল খেতে দেয়নি, তার আঙ্গুল কেটে নিয়েছে। তবু সে দাসত্ব বরণ করেনি। নিজেই নিজের আঙ্গুল স্বেচ্ছায় কেটে দিয়ে বলেছে, দেশের মুক্তির জন্য স্বামীকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত সে। স্বামী কঙ্কণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে সে শৃংখলমুক্তির গান গেয়েছে -

> "আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাবর।
> পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল, তালে তালে তারি আমরা গাই।"[৭]

এই বীরাঙ্গনার চিত্রটি স্বদেশী আন্দোলনের নারী বিপ্লবীদের প্রতিচ্ছবি।

দেশপ্রেমী নাট্যকার জানেন, আমাদের সমাজজীবনের ভিত্তি নারী। তাই তিনি তাঁর নাটকে বিশেষত 'কারাগার' নাটকে স্বদেশপ্রেমী নারী চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে জনজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। নারী যে জনজাগরণ ঘটাতে পারে একথা দেবকীও বলেছেন –

> "আমি মা। ...নিদ্রিত সন্তানকে জাগ্রত করতে মা যেমন জানে আর কেউ জানে না। সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে ভগবান তখন জাগেন না; ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে।"[৮]

এভাবে দেশপ্রেমী নারীচরিত্র সৃষ্টি করে স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার জনজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন।

নাটকে বসুদেবের দ্বারা আত্মশক্তিতে রাজমুকুট উদ্ধার করার যে বাসনা এর মাধ্যমেও পরাধীন জাতির ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দেবার বাসনা ব্যক্ত করা হয়েছে। কংসের শিশুহত্যার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকের দ্বারা দেশপ্রেমিক যুবকযুবতীদের হত্যার দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কংসবিরোধী দেবকী, বসুদেব, কঙ্কা, কঙ্কণ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী যাদব পুরুষ-রমণীদের কারাগারে বন্দী করার মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে নিক্ষেপ করার কথাই নাট্যকার বলতে চেয়েছেন। যাদবদের অস্ত্রত্যাগ করে কংসের বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের কথাই বলা হয়েছে। কংসের কারাগার যে ব্রিটিশদের কারাগারের প্রতীক একথা নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ রাজরোষের ভয়ে স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার মন্মথ রায় পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের চিত্রই তাঁর 'কারাগার' নাটকে তুলে ধরেছেন। সমালোচক বলেছেন –

> "পুরাণের ছদ্ম আবরণে রচিত 'কারাগার' নাটকটিতে স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছিল বলেই 'কারাগার' নাটকটির উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ এসে পড়ে।"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাট্যকার সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আক্রমণ না করে পৌরাণিক কৃষ্ণজন্ম ও অত্যাচারী কংস বধ কাহিনীর সঙ্গে অপহৃতা নারীউদ্ধার প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক জনহিতকর আদর্শ মিশিয়ে 'কারাগার' নাটক রচনা করেন। নাটকে সমাজ সংস্কার ও রাজনীতির দুটি ধারা মিশে নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। এই নাটকে দেখানো হয়েছে দুটি কারাগার - একটি পাষাণ ঘর অপরটি লৌহ কারাগার। পাষাণ ঘরের আলোবাতাসহীন পরিবেশে কংসবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদব তরুণ কঙ্কণের পত্নী কঙ্কা, কঙ্কণের মা অঞ্জনা এবং তার শিশুপুত্র রঞ্জনের ক্ষুধা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করতে হয়। কংসের চরদের অস্ত্রাঘাতে কঙ্কণের মৃত্যু কারাগারের সামনেই হয়। এই পাষাণঘরেই যাদবদের উপাস্য নারায়ণমূর্তি বন্দী ছিল।

লৌহ কারাগারে বন্দী ছিলেন দেবকী ও বসুদেব। এখানেই তাদের শিশু পুত্রদের একে একে হত্যা করে অত্যাচারী কংস। কৃষ্ণের জন্মও এই লৌহ কারাগারেই। কারাবন্দীদের দুঃসহ বেদনায় সাড়া দিয়েই বিপদবরণ নারায়ণ জন্ম নেন কারাগারে দুষ্টের দমন ও সৃষ্টের পালনের জন্য। দুর্বৃত্ত কংসচরগণের দ্বারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কংসের ভোগের জন্য অপহৃতা শুদ্ধশীলা চন্দনা নিজ দিব্য মনোবলে সতীধর্ম রক্ষা করে কংসের প্রাসাদে ও প্রমোদবনে বন্দী জীবনের মর্মবেদনা অনুভব করেছে। কাজেই কংসের প্রাসাদ ও প্রমোদবন ধর্মপ্রাণা চন্দনার কাছে কারাগার স্বরূপ। যে সমাজে নারী ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা, তা দেখেও পুরুষেরা বিশেষত সমাজপতিরা নিষ্ক্রিয়, নির্মম, উদাসীন, নারীর অসম্মান দূর করতে অসমর্থ সে অধঃপতিত সমাজও কারাগার স্বরূপ। তাই অমানুষদের সমাজরূপ কারাগার ভাঙ্গার জন্য চন্দনা আগুন লাগিয়েছিল যাদবপল্লীতে। আর কংসের পিতা উগ্রসেন, কংস ও তার অনুচরদের অত্যাচারের নিন্দা করার বলে স্বগৃহে বন্দী।

'কারাগার' নাটকে কেবল যাদবেরা বন্দী নয়, বন্দী তাদের উপাস্য নারায়ণ মূর্তিও। তাই কারাগার পবিত্র তীর্থ - ভূস্বর্গ। এই কারাগারের মহিমা কীর্তন করে দেবকী বলেছেন –

> "কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা - কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন - কারাগার আজ পুণ্যতীর্থ, কারাগার আজ স্বর্গ।"[১০]

'কারাগার' নাটকে মূল কাহিনীও কারাগারকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে। ব্রিটিশদের কারাগারকে সামনে রেখে নাট্যকার তাঁর নাটকের কারাগারের কথা বলেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বইছিল। নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য দলে দলে তরুণ-তরুণীরা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। ব্রিটিশদের বিরোধিতা করে ব্রিটিশদের তৈরি কারাগারকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে লাগলো স্বদেশী আন্দোলনকারীরা। দেশের এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে মন্মথ রায় রূপকের আশ্রয়ের রচনা করলেন তাঁর 'কারাগার' নাটক। এখানে কংস ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক আর আন্দোলনকারীদের প্রতীক হিসেবে এসেছে চন্দনা, কঙ্কণ, কঙ্কা, অঞ্জনা, দেবকী, বসুদেব ইত্যাদি চরিত্র। স্বাধীনতাকামী যাদব পুরুষদের কারাগারে বন্দি করার দৃশ্যের মাধ্যমে আসলে ইংরেজ শাসকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে প্রেরণের চিত্রই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। নাট্যকার কংসের কারাগার বলতে ভারতে ইংরেজদের কারাগারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিশেষত ইংরেজদের কারাগারের দৃশ্য পাঠক দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল এবং নাট্যকার কংসের কারাগারের রূপকে এই উদ্দেশ্য লাভে সিদ্ধ হয়েছেন ও কারাগারের পটভূমিকাতেই সমস্ত নাটকের কাহিনী, চরিত্র, ট্র্যাজেডি আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে।

কংস শুধু মূল মহাভারতেই নয়, এই 'কারাগার' নাটকে একটি বিশিষ্ট ভিলেন চরিত্র হয়ে উঠেছে। কংস ভোজপতি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দ্রমিলের ঔরসে তার জন্ম। তাই কংস চরিত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ দানবিক ও মানবিক ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। দানব কংস নাস্তিক, দেবদ্বেষী, কাম-ক্রোধে আসক্ত, মদ্যপ ও হিংস্র এবং অত্যন্ত নির্দয়, জিঘাংসু। সে দয়া, ধর্ম, জ্ঞানহীন।

কংস আত্মভোগের জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে রাজা হয়েছে। ভগিনী ও ভগিনীপতি বসুদেবকে সানুচর লৌহ কারাগারে বন্দী করে জিঘাংসা চরিতার্থ করেছে। এমনকি দেবদ্বেষী হয়ে দেবমূর্তিকে পাষাণঘরে আবদ্ধ করেছে। তার কামনা লালসা তৃপ্তির জন্য নিষ্পাপ অবলা চন্দনাকে হরণ করে এনে নিজ নীচবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। সে এতই নিষ্ঠুর যে শিশুহত্যা করতেও তার দ্বিধা নেই। চন্দনার সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে কংস নিজের পরিচয় সম্পর্কে নিজেই বলেছে –

> "শুনেছ আমি শয়তান, আমি দানব, আমি রাক্ষস - আরো কত কি। এও হয়তো শুনেছ - আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের উপর আছড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি...।"[১১]

আবার মানবী মায়ের সন্তান হিসেবে কংসের বক্তব্য মানবিক হয়েও নাটকে দেখা দেয় –

> "যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে।"[১২]

চন্দনা সম্পর্কে কংসের এই উক্তি তার মানবিকতারই পরিচয় জানান দেয়।

শক্তিস্বরূপিণী চন্দনা চরিত্রের দিব্যভাবে, যখন তার দানবতার স্থানে মানবতা জাগতে থাকে, তখন দেখা যায় তার আত্মদ্বন্দ্বের চরম বিক্ষোভ। সে চন্দনার দেবপূজার আয়োজন করে, চন্দনার আরতি দেখে তাকে নারায়ণ পূজা করতে বলে। চন্দনার চরিত্রের প্রভাবে কংসের চরিত্রে আসে পরিবর্তন –

> "আমি আজ ধন্য! আমি আজ ধন্য! আজ আমি জয়ী - পরমজয়ী। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমি লাভ করেছি।"[১৩]

কংস তাই রাতে নিদ্রার ঘোরে দেবকীর বুকে নারায়ণের ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে জেগে উঠে ছোটাছুটি করে। আবার স্বপ্ন দেখে অন্ধকার কারাগারে বন্দিদের জল ও খাদ্যাভাবে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। শিশু রঞ্জনের মৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্য দেখে কংস আতঙ্কিত হয়। ক্ষুৎপিপাসায় বন্দিদের উচ্চ আর্তনাদ শুনে আতঙ্কে জেগে উঠে। তার মনুষ্যত্ব জেগে উঠেছে। তাই সে এই নির্মম নির্যাতনের জন্য নিজেকেই দায়ী করে ক্ষোভে, দুঃখে, মর্মবেদনায় ও লজ্জায় জর্জরিত হয়। কংস রঞ্জনের মৃতদেহ আঁকড়ে তার মা অঞ্জনাকে পড়ে থাকতে স্বপ্নে দেখে। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে কংস। এভাবে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়। নাটকে কংসের এই আত্মদ্বন্দ্বের চিত্রটি করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

নিজের জন্মরহস্য সম্পর্কে কংসের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই –

> "আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র...দানব দ্রমিলের ঔরসজাত পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দানবের ঔরসে আমার জন্ম-মানব-দেহধারী হলেও আমি দানব।"[১৪]

কংস যে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর সে সম্পর্কে সে নিজেও জানে। সে তার দানবসত্তা দিয়ে দৈববাণীকে ব্যর্থ করতে চায়, দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করতে চায় –

> "আমি অতিমানব অথবা দানব। যে দুঃস্বপ্ন মানুষকে বিধ্বস্ত করে, আমি সেই দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করি - ঐখানেই আমার আনন্দ এবং ঐখানেই আমার উল্লাস।"[১৫]

মানুষকে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে পৈশাচিক উল্লাস কংসের। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতা উগ্রসেনের পূজিত শালগ্রাম শিলা হাতে নিয়ে ভাঙতে চেয়েও ভয়ে ভাঙতে পারে না কংস। শেষে তা ফিরিয়ে দেয় পিতাকে। এখানেই দানবতার উপর মানবতার ক্ষণিক জয় ঘোষিত হয়।

অত্যাচার যত বাড়ে কংসের দুর্বলতাও তত বাড়ে। কিন্তু কংস ধরা দিতে চায় না –

> "আমার আত্মবিশ্বাস পর্বতের মতোই অটল।"[১৬]

কংস নিজেকে নিষ্ঠুর নির্মম দানব বলে ভাবতে পারে। কিন্তু সে তার মধ্য থেকে যে ধীরে ধীরে দেববিদ্বেষ লোপ পাচ্ছে কিংবা তার দানবসত্তা লুপ্ত হয়ে তার মধ্যে মানব সত্তা প্রকটিত হচ্ছে একথা ভাবতে পারে না। কংস নিজেকে নির্মম দানব বা অতিমানব বলে পরিচয় দিতে পিছপা নয়। কিন্তু তার অত্যাচারী রূপের মধ্যে যে ধীরে ধীরে দুর্বলতা প্রবেশ করছে একথা সে মানতে রাজি নয় –

> "আমি দুর্বল, মিথ্যা কথা, মুহূর্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্বল নই! আমি নির্মম - আমি নিষ্ঠুর - আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার শয়তান।"[১৭]

কিন্তু কংস চরিত্রে চন্দনা চরিত্রের প্রভাবে ঘটে গেছে আমুল পরিবর্তন। তাই রাতের অন্ধকারে গোপনে চোরের মত চুপিচুপি এসে বোন দেবকীর পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায় কংস। নাটকের শেষাংশে আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত ও বিধ্বস্ত কংস।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই সে কারাগারে এসে বসুদেবকে বলে কারাগারের দ্বার খুলে দিতে। যেন কেউ না দেখে তার অনুশোচনা, তার মর্মবেদনা। বসুদেব একে অভিনয় মনে করলে কংসের উক্তি আমাদের মর্মকে বিদ্ধ করে –

> "অভিনয় নয়! অভিনয় নয়! বিশ্বাস কর বসুদেব - আমি ঘুমুতেও পারিনে। চোখ বুজলেই দেখি তোমার সাত-সাত পুত্রের ছিন্নশিরের উচ্ছ্বসিত রক্তধারা আমার চোখে মুখে সর্বাঙ্গে ছিটকে এসে পড়ছে।"[১৮]

কংস যদিও তা সহ্য করতে পারে, কিন্তু সহ্য করতে পারে না যখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শোকাতুরা বিষাদের প্রতিমূর্তি তার আদরিণী বোন দেবকীর মুখখানি। কংসের আরো অসহ্য মনে হয় যখন সে দেখে এত অত্যাচারের পরও দেবকী শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে, কংসের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় না, কংসকে অভিশাপ দেয় না।

'কারাগার' নাটকের মূল বক্তব্যকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। এক, অত্যাচারী ভোজরাজত্বের অবসান ও হস্তচ্যুত যাদব রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দুই, কংসের দানবতা ও দেববিদ্বেষের মানবতা ও দেববিশ্বাসে পরিণতি। তিন, অপহৃতা নারীর লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য সমাজের মধ্যে চেতনা সঞ্চার। এই তিনটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণশক্তি বসুদেব চরিত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। তাই 'কারাগার' নাটকের নায়ক বসুদেব। সমালোচকের ভাষায় –

> "কারাগার কাহিনীর যে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ - অত্যাচারী রাজা কংস ও বসুদেবের নেতৃত্বে পরিচালিত যদু বংশের মানুষগুলির মধ্যে ফুটে উঠে সমকালীন ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও পরাধীন ভারতের প্রজাদের ছবি। পুরাণের কংস কারাগার কারাগার নাটকে রূপান্তরিত হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারত কারাগারে। বসুদেব সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার নায়ক হয়ে যান।"[১৯]

উগ্রসেন কংসের অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে বসুদেবকেই তার পিতা শূরসেনের অপহৃত রাজমুকুট ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বসুদেব তা নেননি। স্বাধীনতা অপরের কাছ থেকে দান হিসেবে নিলে তাতে কোন পৌরুষ নেই। তাই তিনি ঐ রাজমুকুট শক্তিবলে অর্জন করবেন। এজন্যই তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন –

> "আমরা শক্তিসাধনা করছি...সেই শক্তি...যা এই অত্যাচার উৎপীড়ন দমন করতে পারে...যা আমাদের হৃত-সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওই রাজদণ্ড ঐ রাজদন্ড ঐ রাজমুকুট অর্জন করব...ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।"[২০]

এই বীরবাণী যথার্থ নায়কের উক্তি। এই উগ্রসেনের রাজমুকুট কংসদাস সেনাপতি বিদূরথকে দিয়ে তিনি বলেছেন –

> "যাও - গিয়ে সেই শয়তানকে বল, যদুকুলের এই হৃত রাজদণ্ড, এই হৃত মথুরারাজ্য যদুসন্তান দান গ্রহণে নয়, স্বকীয় সাধনায় পুনরুদ্ধার করবে।"[২১]

এই শক্তি সাধনা বসুদেবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। তাই বসুদেব 'কারাগার' নাটকের নায়ক।

কংসের অত্যাচার দমন করার ক্ষমতা, চরিত্রবল ও লোকবল একমাত্র বসুদেবেরই ছিল। অত্যাচারিত যাদবগণ ও ভোজপতি উগ্রসেন বসুদেবের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন তাদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য। বসুদেব সাহায্য করেছিলেনও। তিনি দাস ভাবাপন্ন যাদবদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, কংস যখন নারায়ণ পূজা বন্ধ করে রাজার পূজা প্রবর্তন করে, তখন ক্রীতদাস যাদবরাই তা মেনে নিয়েছিল। তারাই ছিল কংসের সৈন্য, গুপ্তচর, অনুচর, সহায়, সম্পদ। তাদের দাসত্বের ও তাদের ওপর কংসের অত্যাচারের কারণও তারাই, তাদের দাসমনোবৃত্তি। বসুদেবের উক্তিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় –

> "এখন এ ক্রন্দন বৃথা। যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত হতে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল সেদিন তোমরা কথাটি কওনি, বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিলে তার সহায়, তার সৈন্য।"[২২]

তাই যাদবরা যখন বসুদেবের নিকট করুণ প্রার্থনা জানায় স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য, তখন বসুদেব প্রকৃত নেতার মত যাদবগণকে স্বাধীনতা লাভের জন্য দুঃখবরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন –

> "যে অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যু তাকে ঘৃণা করে, মৃত্যু তাকে পদাঘাত করে পরশ দেয় - মৃত্যু যন্ত্রণা দেয় কিন্তু আলিঙ্গন দিয়ে মুক্তি দেয় না - শান্তি দেয় না।"[২৩]

তিনি নিজেদের মুক্তি সাধনের জন্য নিজেদেরই উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এটাই প্রকৃত নেতার যোগ্য কাজ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 575 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কঙ্কা যখন তার স্বামী কঙ্কণের কংসের সেনানায়কের শিরস্ত্রাণ পুড়িয়ে তাকে কংসবিরোধী স্বাধীনতাকামী যাদব সৈনিকে পরিণত করেছে, তখন বসুদেব তাকে প্রথম স্বাগত জানিয়ে বলেছেন –

"ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরে এল।"[২৪]

কঙ্কণ ও কঙ্কার বিবাহিত জীবনকে তিনি আশীর্বাদ দিয়েছেন। কারণ, তারা বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, কংস বিরোধী। কংসের সেনাপতি বিদূরথ যখন কংসের আদেশে নারায়ণ পূজোর স্থানে রাজার পূজা প্রবর্তন ঘোষণা করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রথমে বসুদেবই কংসের আদেশ অমান্য করতে বদ্ধপরিকর। স্বধর্ম রক্ষার জন্য এই নির্ভীক সিদ্ধান্ত নায়কোচিত। তিনি বিপথগামী যাদব সন্তান কংসের সেনাপতি বিদূরথকে যাদবাধম এবং কংসকে শয়তান সম্বোধন করে ধিক্কার দিয়েছেন তাদের সম্বিত ফেরানোর জন্য। এটা তার উন্নত চরিত্রবলের লক্ষণ।

কয়েকজন যাদব যখন যাদবকন্যা চন্দনাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কংসের প্রাসাদে নেবার জন্য চেষ্টা করেছে, তখন অসহায় চন্দনার আর্তনাদ শুনে একমাত্র তিনিই চন্দনার রক্ষার্থে তার পাশে এসে দুর্বৃত্তদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন –

> "ওরে ভীরু, ওরে কাপুরুষ, ওরে লুপ্ত মনুষ্যত্বের পিশাচ-প্রেত, জননীর নারীধর্ম বিনিময়েও রক্ষা করবি ঐ ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ? ওরে তোরা মর, তোরা মর, তোরা মর।"[২৫]

তিনি চন্দনাকে প্রাসাদে যেতে বারণ করেছেন বারবার। এটা তার নারীর প্রতি সম্মানবোধ ও চারিত্রিক পবিত্রতার দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই। এটি নায়কের অপরিহার্য গুণ। আবার বসুদেব চরিত্রহীন যাদবদের মরতে বললেও তাদের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। কারণ, তিনি জানেন তাদের গর্হিত শোচনীয় পরিণাম বিষয়ে তারা অজ্ঞ। তাই তিনি বলেছেন–

> "ভগবান! ভগবান! ওরা জানে না ওরা কি করছে। ক্ষমা করো...ক্ষমা করো - আমাদের এই মোহান্ধ ভাইদের ক্ষমা করো।"[২৬]

ক্ষমা মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বসুদেব তা জানতেন। অধঃপতিত যাদবদের প্রতি তার সহানুভূতি প্রবল। তাই তিনি তাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে চেয়েছেন।

বসুদেব বিচক্ষণ পতি। তিনি পুত্রসন্তান কংসের হাতে দেবেন বলে অঙ্গীকার করে পত্নী দেবকীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন কংসের অস্ত্রাঘাত থেকে। এটা তার পত্নীপ্রেম, ধর্মবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন। সত্যরক্ষার্থে তিনি কংসদাস বিদূরথের হাতে পুত্র কীর্তিমানকে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু পুত্রের জন্য তার স্নেহের কমতি ছিল না কোথাও। সন্তান বৎসল পিতা-মাতা স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখতে চান না। তাই বসুদেব একই সঙ্গে নিজেদের জন্যও মৃত্যু কামনা করেছেন। বসুদেব জ্ঞানী ও সত্য দ্রষ্টা। তিনি জানতেন নৃশংসতার জন্য কংসের পরিণাম ভয়াবহ। তাই তিনি বলেছেন –

"অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সত্য হয় অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য।"[২৭]

এতে বসুদেবের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুত্রশোকে বিদূরথ পাগলের মত হলেও বসুদেব নির্বিকার। এখানে বসুদেবের অপত্য স্নেহ ও দেশপ্রেমের দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই সন্তান বাৎসল্যকে দেশপ্রেমের বেদীতলে বিসর্জন দিয়ে দেখালেন সন্তান বাৎসল্যের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়। এতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও বসুদেবের মুখে ফুটে উঠেছে। নিজের সন্তানকে অত্যাচারীর হাতে তুলে দিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই প্রমাণ করলেন একের সুখের চেয়ে বহুজনের সুখ বড়। কৃষ্ণের জন্মে যে বসুদেব-দেবকীর তপস্যা সার্থক হয়েছে সেকথা কংসকে জানাতে কংস কৃষ্ণের আবির্ভাবকে স্বীকার করল এবং কৃষ্ণকে একবার দেখতে চাইল। অত্যাচার বন্ধ হলে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে ভেদ লুপ্ত হয়। কারণ স্বাধীনতা আনে সাম্য ও মৈত্রী। এটি মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকের ফলশ্রুতি যা বসুদেবের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। তাই তিনি নাটকের যথার্থ নায়ক চরিত্র বা কেন্দ্রীয় চরিত্র।

নাটকের শেষে বসুদেব কৃষ্ণকে জানালো তাদের তপস্যা সার্থক। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। কংস প্রতিবাদ করে বলে সেই তাকে এনেছে, তারা তাঁকে আনতে পারেনি। বসুদেব এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে কংসের উক্তি –

> "কত যুগ যুগ ধরেই কত কোটি কোটি লোক কত পূজা করেছে - কত তপস্যা করেছে - তাতে তো স্বর্গের আসন এক তিলও টলেনি - চোখ বুঁজে পড়ে থেকে সে শুধু পূজাই নিয়েছে...আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁকে জর্জরিত করে তাঁর স্বর্গ থেকে আমার এই মর্তেই তাঁকে টেনে এনেছি।"[২৮]

কৃষ্ণের আবির্ভাবকে স্বীকার করে কংস তাকে একটিবার দেখতে চায়। এভাবে নাটকে নানা দুঃখ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নাস্তিক অসুর কংস আস্তিক মানব কংসে পরিণত। নাটকের মূল বক্তব্য অশুভের উপর শুভের জয়। নাটকীয় এই কলাকৃতির মাধ্যমে কংস চরিত্রের পরিবর্তনে নাট্যকারের জীবনজিজ্ঞাসার সমাপ্তি ঘটেছে এই নাটকে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', পৃ. ৪০
২. ভট্টাচার্য, ড. তারকনাথ, 'বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', পৃ. ৭৬
৩. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ৩৫
৪. তদেব, পৃ. ৭৯
৫. তদেব, পৃ. ৫৯
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', পৃ. ৪১
৭. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ২২
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', পৃ. ৩৯
১০. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ৭৮-৭৯
১১. তদেব, পৃ. ২৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. তদেব, পৃ. ৪৩
১৪. তদেব, পৃ. ৫৬
১৫. তদেব, পৃ. ৪৫
১৬. তদেব, পৃ. ৫৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ৭৮
১৯. ভট্টাচার্য ড. তারকনাথ, 'বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', পৃ. ৭৬-৭৭
২০. রায়, মন্মথ, 'কারাগার', পৃ. ১৭
২১. তদেব, পৃ. ১৮
২২. তদেব, পৃ. ১৬
২৩. তদেব, পৃ. ১৬
২৪. তদেব, পৃ. ২১
২৫. তদেব, পৃ. ৩৯
২৬. তদেব, পৃ. ৩৮
২৭. তদেব, পৃ. ৪৮
২৮. তদেব, পৃ. ৭৯

Bibliography:

মন্মথ, রায়, 'কারাগার', সম্পাদনা – ড অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রন্থতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, কলকাতা–৭৩

আশুতোষ, ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা -১২, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১
পবিত্র, সরকার, 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ' (অখন্ড সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম অখন্ড সংস্করণ, ২০০৮
ড. শেখর, সমাদ্দার, 'বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাস', প্রয়াগ প্রকাশনী, কোলকাতা-৪৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০
দেবব্রত, বিশ্বাস, (সম্পাদনা), 'বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ, ২০১১
তরুণ, মুখোপাধ্যায়, 'নাটক, কাব্যনাটকঃ নিজস্ব দর্পণে', সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২
ড. রবীন্দ্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কালজয়ী বাংলা নাটক : পুণর্বিচার', গণমন প্রকাশন, কলকাতা–৫০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫
ড. তারকনাথ, ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', (উৎস থেকে বিংশ শতাব্দী), বাংলা সাহিত্য একাডেমি, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৯